আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৪

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩২) ইমামের পিছনে ‘আমীন’ ও দু‘আর মধ্যে ‘আমীন’ বলতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং রুকূ’ থেকে দাঁড়িয়ে ও নামায শুরু করার সময় যা বলতে হয় তার বর্ণনা

الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقوله في الاعتدال والاستفتاح

আরবী

(صحيح) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

বাংলা

৫১৪. (সহীহ লিগাইরিহী) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ’’ইমাম যখন [গাইরিল মাগযূবে আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন] বলবেন[1] তখন তোমরা বল ’আমীন’। কেননা যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতার আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।’’

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মালেক ১/৮৭, বুখারী ৭৮০, মুসলিম ৪১০, আবু দাউদ ৯৩৫, নাসাঈ ২/২৪৪ ও ইবনে মাজাহ্ ৮৫১, হাদীছের বাক্য বুখারীর)

বুখারীর অপর রেওয়ায়াতে রয়েছেঃ

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

’’যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি বলে ’আমীন’, আর ফেরেশতারা আসমানে বলেন ’আমীন’ তখন যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতার আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’’

ইবনে মাজাহ্ ও নাসাঈর অপর বর্ণনায়ঃ

إذا أمن القارىء فأمنوا

”পাঠক যখন আমীন বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে।”[2]

ফুটনোট

[1] . শায়খ আলবানী বলেনঃ এই বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী ইমামের [ওয়ায্ যাল্লীন] বলার পর পরই মুক্তাদী ‘আমীন’ বলবে। আর এতে আবশ্যক হয় যে ইমামের সাথে তার ‘আমীন’ বলা মিলে যাবে। তার আমীন বলা থেকে দেরী করবে না। কিন্তু পরের বর্ণনা এ অর্থের বিপরীত অর্থ বহন করছেঃ “পাঠক যখন আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে।” (ইবনে মাজাহ্) বুখারীর এক বর্ণনায় আছেঃ “ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরা আমীন বল।” এথেকে বুঝা যায় মুক্তাদী ইমামের আমীন বলার পর আমীন বলবে। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান পূর্বের মত পোষণ করেছেন। (অর্থাৎ ইমামের [ওয়ায্ য-ল্লীন] বলার পর আমীন বলা। দু’টি অর্থই সম্ভাবনাময়। প্রথম হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা যায়ঃ ইমাম যখন [ওয়ায্ য-ল্লীন] বলার পর আমীন বলবেন, যা অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনার ব্যাখ্যায় এটাও বলা যায় যে, ইমাম যখন আমীন বলার ইচ্ছা করবেন। হাফেয ইবনে হাজার এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন। এই ব্যাখ্যাকে প্রধান্য দেয়ার জন্যে আমি বর্ণনাকারীর আমল থেকে দলীল পেয়েছি। এজন্যে আমি এ মতের দিকেই ধাবিত হয়েছি। [দ্রঃ যঈফা হা/ ৯৫২] তবে সাবধান মুসল্লীগণ যেন কোন ক্রমেই ইমামের আগে ‘আমীন’ না বলে। যেমনটি অধিকাংশ মুসল্লী করে থাকে, এ সম্পর্কে আমরা বহুবার সতর্ক করেছি। ইমামদেরও উচিত সর্বদা মুসল্লীদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা।

[2] . (آمين) আমীন শব্দের অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি কবূল কর। কেউ বলেছেনঃ এটা আল্লাহ তা’আলার একটি নাম। কেউ বলেছেনঃ ঐরূপই যেন করেন। অথবা ঐরূপই যেন হয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88294

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন